দৈনিক বাংলা

তারিখ 24 AUG 1993
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস এখন কোণঠাসা

রুহুল গনি জ্যোতি : "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়ালে আর নতুন নতুন শ্লোগান লেখা হচ্ছে না। ক্যাম্পাস আর কেঁপে ওঠে না অস্ত্রের ঝনৎকারে। সাধারণ ছাত্রছাত্রী শিক্ষার পরিবেশ ফিরে আসায় দারুণ খুশি।

সন্ত্রাসের ভয়াল ছোবলে ক্ষতবিক্ষত হত শিক্ষার্থীর জীবন। সেই সন্ত্রাসও এখন ধীরে ধীরে পিছু হটছে। দ্রীম-দ্রীম গুলির শব্দ। প্রাণভয়ে ছোটাছুটি। হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়ে শিক্ষার্থীর বাড়ি ফেরা। এখন যেন সুদূর অতীতের কোন ঘটনা। গুলির শব্দে ঘুমিয়ে পড়া আর গুলির শব্দে জেগে ওঠার কোন তাড়া নেই আজকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ছাত্রছাত্রীর। সন্ত্রাস নামক দানবটিকে আজ অনেকাংশেই জয় করে ফেলেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রতিদিন নিয়মিত ক্লাস, সময়মত পরীক্ষা, সেমিনার লাইব্রেরীতে বসে নিশ্চিন্তে পড়াশোনা একদিন শিক্ষার্থীর জীবনে ছিল স্বপ্নের মত। কিন্তু আজ এসব খুবই স্বাভাবিক।

এই গত বছরও যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে বেড়িয়েছেন তারাও আজকের ক্যাম্পাসে গেলে অবাক না হয়ে পারবেন না। আশ্চর্য এক রুটিনে বাধা পড়েছে আজকের শিক্ষার্থীর জীবন। বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী আর ডিপার্টমেন্টের সেমিনার রুমগুলোতে ভিড়। সবারই পড়াশুনার তাড়া কারণ সামনে পরীক্ষা। একটার পর একটা পরীক্ষা যেন লেগেই আছে।

নতুন যেসব শিক্ষার্থী এবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেছে, তাদের শিক্ষাজীবন এখন চলছে একাডেমিক ক্যালেন্ডারের ছন্দে।

এ যেন অকল্পনীয় এক ব্যাপার। যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মানেই এক সময় ছিল সন্ত্রাস, গোলাগুলি, বোমাবাজী ভাঙচুর সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের চেহারা দিন দিন বদলে যাচ্ছে।

এ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় ধরনের কোন সন্ত্রাস হয়নি। নতুন যারা ভর্তি হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করছেন তারা গোলাগুলির শব্দও শোনেননি।

এব্যাপারে সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র মোঃ হারুনর রশীদ জানালেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার আগে খুব ভয় পেয়েছিলাম। ভাবতাম এত গোলাগুলি সন্ত্রাসের মধ্যে কিভাবে পড়াশুনা করব। আত্মীয়-স্বজন সবাই এখানে ভর্তি হতে নিষেধ করতো। কিন্তু ভর্তি হয়ে দেখছি যা শুনেছি পরিস্থিতি তার উল্টো। এখনও কোন গোলাগুলির শব্দ শুনতে হয়নি। কোন অস্ত্রবাজ ও সন্ত্রাসীদেরও চোখে পড়েনি।

হারুনর রশীদের মতে ভবিষ্যতে এ পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে যথাসময়ে তারা শিক্ষা জীবন শেষ করতে পারবেন।

ক্যাম্পাস পরিস্থিতি সম্পর্কে একই ধরনের মন্তব্য করলেন বাংলা বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র মাসুদুর রহমান। তার মতে, সন্ত্রাস হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী বর্তমানে ক্লাস ও পরীক্ষা চলছে।

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে সীট সমস্যার এখনও কোন সমাধান হয়নি বলে উল্লেখ করে বলেন, সীট সমস্যার সমাধান না হলে সন্ত্রাস আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে।

আইন বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র নজরুল ইসলামের মতে, এখনকার ছাত্রছাত্রীরা পড়াশুনা নিয়ে এতো বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়েছে যে রাজনীতি নিয়ে তাদের আর মাথা ঘামানোর সময় নেই। নজরুল একটি ছাত্র সংগঠনের সক্রিয় কর্মী। তার মতে আইন বিভাগের প্রথম বর্ষের ১২০ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৩/৪ জন মাত্র রাজনীতির বিষয়ে আগ্রহী বাকীরা রাজনীতি বিমুখ।

ইংরেজী বিভাগের মাষ্টার্স পরীক্ষার্থী এটিএম আল আমিন জানালেন বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন শান্তিপূর্ণ ও সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশ আর কখনও দেখা যায়নি। তার মতে এবছরের শুরু থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করছে।

শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সর্বশেষ পরীক্ষা দিতে পেরে আল আমিন খুবই আনন্দিত।

ক্যাম্পাস পরিস্থিতি নিয়ে একই ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন চারুকলা ইনস্টিটিউটের ৪র্থ বর্ষের ছাত্র শাহিন সোবহানা সুরভী, ইতিহাস বিভাগের পাপিয়া হক পপি, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের চির রঞ্জন সরকার, সাংবাদিকতা

ছাত্রছাত্রীরা খুশি। অস্ত্রের ঝনৎকার নেই। দেয়ালে দেয়ালে পুরনো লেখা মুছে যাচ্ছে। নিয়মিত ক্লাস ও পরীক্ষা হচ্ছে। ভবিষ্যতের কথা ভাবা যাচ্ছে। সন্ত্রাসের অন্ধকার দিনগুলিকে পেছনে ফেলে সামনে এগোতে চায় ছাত্রসমাজ।

বিভাগের শাহনেওয়াজ জুয়েল প্রমুখ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের সূচনা হয় স্বৈরাচারী আইয়ুব খানের শাসনামলে। স্বৈরাচারী এরশাদ আমলে এই সন্ত্রাস সর্বগ্রাসী আকার ধারণ করে। এই দীর্ঘসময়ে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের শিকার হয় প্রায় অর্ধশত তরুণ। গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আসার শুরুতে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস থাকলেও ধীরে ধীরে তা কমতে থাকে। ক্যাম্পাসে সর্বশেষ সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটে '৯২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। এই ঘটনায় দু'জন তরুণ প্রাণ হারায়। এরপরই শুরু হয় কঠোর হস্তে সন্ত্রাসীদের দমন প্রক্রিয়া। যার ফলশ্রুতিতেই আজকের এই সন্ত্রাসমুক্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে।